গোলটেবিল: ছাত্ররাজনীতি

সাপ্তাহিক ২০০০কে ধন্যবাদ। ছাত্রনেতাদের মুখ থেকে কিছু কথা বের করার জন্য।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রী। ব্যক্তিগতভাবে এই ছাত্রনেতাদের কাউকে চিনি না। এই ছাত্র নেতারা ভুল করেন এবং বলেন। তাদের কিছু ভুল ধারণা ধরিয়ে দেয়া কর্তব্য মনে করছি এ কারণেই এ লেখার শুরুটা এভাবে করা যায়।

সাবেক ছাত্রনেতা ও ছাত্রলীগ নেতা হাবিবুর রহমান হাবিব বলেছেন 'সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে জনমত তৈরির চেষ্টা করেছেন' (পৃষ্ঠা-২৯) আবার বলেছেন, 'তিনিই জাতির মাথায় এ জিনিসটি ঢুকিয়েছেন' (পৃষ্ঠা-৩৪)। জনাব হাবিব জাতি কি ঘাস খায়? নয় তো কেমন করে জনমত তৈরি করা যায়, মাথায় কি কোন জিনিস এমনি ঢোকানো যায়– বাস্তব প্রেক্ষাপট না থাকলে? বাস্তবতা কি জানেন? বাস্তবতা হলো, সাহাবুদ্দীন আহমদ শুধু এই বক্তব্যের কারণে বিরাট এক জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন।

তিনি (হাবিব রহমান) আরো বলেছেন, 'ঢাকাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সন্ত্রাস হচ্ছে এর বাইরে কি সন্ত্রাস হচ্ছে না?' সুন্দর প্রশ্ন। উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, সন্ত্রাস হচ্ছে। কিন্তু দেশের সন্ত্রাসের জন্য ছাত্ররাজনীতিকে দায়ী করা হয় না। মূল ধারার আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের জন্য, যেগুলো ছাত্র সংগঠনের নামে হয়, তার জন্য ছাত্ররাজনীতিকে দায়ী করা হয়। হ্যাঁ এ কথা সত্য যে,সারা দেশের নৈরাজ্য, অরাজকতার সঙ্গে সাধারণ ছাত্ররা জড়িত নয়। আবার যে ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আপনারা গলা ফাটালেন সে ছাত্ররাজনীতি কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে রুখেও দাঁড়ায়নি!

অসীম কুমার উকিল বলেছেন, 'সন্ত্রাসের জন্য দায়ী কারা? ছাত্ররা নয়' (পৃষ্ঠা-৩০)। জি, অসীম সাহেব মানছি, ছাত্ররা দায়ী নয়, সন্ত্রাসীরা দায়ী। সেই সন্ত্রাসী আশ্রয় পায় কোথায়? আশ্রয় দেয় কারা? আপনার লীগে নয়তো, মনির সাহেবদের জাতীয়তাবাদী দলে। এরা কারা? এরা আওয়ামী লীগ, বিএনপি'র লেজুড়েরা। আপনারা সেটা ভালো করেই জানেন। আপনি বলেছেন, 'সন্ত্রাসের জন্য দায়ী ছাত্ররা, এটা সাধারণ মানুষ মনে করে না' (পৃষ্ঠা-৩০)। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে যদি এই আপনার ধারণা হয়, তাহলে মনে হয়, আপনি অসাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজনীতি করেন।

জাহাঙ্গীরনগরে আমরা আপনাদের পাশে পাইনি, পাশে পাইনি শাহজালাল বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, পাশে পাচ্ছি না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই। আমরা আপনাদের লেজুড় রাজনীতির হাতে জিম্মি হয়ে আছি। আমরা আপনাদের শ্রদ্ধা করি না, সমর্থন করি না, স্বীকার করি না। আমরা আপনাদের ভয় পাই, ঘৃণা করি

এ দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এরা ঠিকমতো খেতে পায় না। পরতে পারে না, চিকিৎসা, শিক্ষা এদের কাছে স্বপ্নের মতো। এরা আপনাদের মতো উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক চিন্তাভাবনা করে না। এরা জানে, যে ছেলেকে পড়তে পাঠিয়েছিল সে পচে গলে লাশ হয়ে ফিরে এসেছে। কারণ রাজনীতি-ছাত্ররাজনীতি নিরাপত্তা না পেলে তার জন্য। রাগীব আহসান মুন্না আপনি বলেছেন, 'সমাজের নিরাপত্তার জন্য মানুষ ছাত্রদের দায়ী করে না। একজন মানুষ ছাত্র নিরাপত্তা না পেলে তার জন্য সরকার দায়ী, ছাত্র নয়'– ঠিক কথা। কিন্তু ছাত্রের হাতে ছাত্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন যখন আসে তখন কাকে দায়ী করবেন? সরকারকে? 'পাঁচজন সন্ত্রাসী ছাত্রের জন্য লক্ষ কোটি ছাত্রসমাজ তাদের দায়দায়িত্ব নিতে পারে না।' বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের এই দায়িত্ব নিতে হয়। আমরা বছরের পর বছর সেশনজটে পড়ে মাথার চুল ছিঁড়ি, আপনাদের শাপ-শাপান্ত করি। আমাদের অভিভাবকেরা আপনাদের গোষ্ঠী উদ্ধার করে। 'দেশে আইন আছে, পেনাল কোড আছে'– কিন্তু সে আইনের ফাঁক আপনারা সবচেয়ে ভালো জানেন। সে আইন পছন্দ না হলে লাঠি মিছিল/ মশাল মিছিল করা যায়, যায় না রাগীব আহসান মুন্না? আপনাদের জন্য সব পথ খোলা। আমরা সাধারণরা আপনাদের বৃত্তে বন্দী হয়ে গেছি এবং যাচ্ছি।

লিয়াকত আলী শিকদার বলেছেন– 'ছাত্রলীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন নয়, সহযোগী সংগঠন।' কি চমৎকার কথা! ভাইরে, যে লাউ সেই কদু। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কি জানে, সেটা কি আপনাদের মতো মঙ্গল গ্রহে বাস করা ছাত্রনেতারা জানেন? তারা জানে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় সুতরাং হল ছাত্রলীগের দখলে। নয়তো বিএনপি ক্ষমতায় অতএব হল

ছাত্রদলের দখলে। আপনারা ইচ্ছা করে না জানার ভান করলে কি করা! আপনাদের তো কেউ কিছু বলবে না।

আপনি বলেছেন 'মাথা ব্যথার কারণে মাথা কেটে ফেলা যাবে না। চিকিৎসা করাতে হবে'। প্রশ্ন হচ্ছে চিকিৎসাটা করবে কে? আপনাদের নেতা-কর্মীরা? আপা-ম্যাডামেরা? তাদেরই তো চিকিৎসা দরকার! লিয়াকত শিকদার বলুন তো বাস্তবতাটা কি? বাস্তবতা হচ্ছে অসুস্থ আপনারা অথছ আপনারাই অন্যদের চিকিৎসা দিয়ে বেড়ান তাই নয় কি?

মনির হোসেনের বক্তব্য, ' জবাবদিহিতার পরিবেশ আমাদের তৈরি করতে হবে। আবার গোলাম মোর্তোজার প্রশ্নের উত্তরে তিনিই বলেছেন, ' এটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সরকারকে করতে হবে।' আপনারা রাজনীতি করবেন টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস করবেন আর তার জন্য জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করে দেবেন অন্যরা! কি অদ্ভুত যুক্তি। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জাতীয় বুদ্ধিজীবী বা রাজনীতিবিদ তাদের কি অন্য কোনো কাজ নেই? তারা আপনাদের নিয়ে পড়ে থাকবে।

মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে লিয়াকত শিকদার, মনির হোসেন সম্ভবত ক্ষুব্ধ । লিয়াকত শিকদার বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে মারামারির ঘটনাকে... মিডিয়ায় আসতে দেখিনি'। সাপ্তাহিক ২০০০-এর চীফ রিপোর্টার গোলাম মোর্তোজা সুন্দর উত্তর দিয়েছেন– 'মিডিয়া অবহেলা করেছে এটা আমরা স্বীকার করি না (পৃষ্ঠা-৩৪)'। গোলাম মোর্তোজার সঙ্গে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা একমত বলে আমার ধারণা।

কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতা মনির হোসেন একটা অদ্ভুত কথা বলেছেন, 'মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে যারা স্ট্যান্ড করে তাদের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি রাজনীতি করবেন কি না?' (পৃষ্ঠা- ৪০) প্রথমত, যারা স্ট্যান্ড করে তাদের অবশ্যই একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। যে ছাত্র তার একটা আকাঙ্ক্ষা থাকবেই। প্রথমত সে আকাঙ্ক্ষা রাজনীতি, অর্থনীতি, দুর্নীতি যে কোনো কিছুই হতে পারে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে স্ট্যান্ড করা ছাত্রের পার্থক্য আকাঙ্ক্ষার নয়, মেধা, ভাগ্য এবং পরিশ্রমের। দ্বিতীয়ত, কাউকে সাংবাদিকরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করে কিনা আমি জানি না, তবে তাদের 'রাজনীতি করবেন কিনা' এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় না। জিজ্ঞেস করা হয় আপনি ছাত্ররাজনীতির পক্ষে না বিপক্ষে?' আপনারা নিজেরাই বলছেন, 'ছাত্ররাজনীতির নামে এখন যা হচ্ছে তা কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না' (পৃষ্ঠা-৩১)। 'ছাত্ররাজনীতিকে ম্লান করে দিচ্ছে সন্ত্রাস' (পৃষ্ঠা-৩২)। এই প্রেক্ষাপটে কোন মুখে, কোন ছাত্র, ছাত্ররাজনীতির পক্ষ নিতে পারে? আপনারাই বা কি করে এখনও ছাত্র রাজনীতি সমর্থন করেন? আপনারা ভেবে দেখেন তো আপনাদের বয়স কত হলো? আপনাদর ছাত্রত্বের বয়স আছে কি-না?

মাননীয় ছাত্রনেতৃবৃন্দ, আপনাদের সমস্যা আপনাদের মহান করতে পারে, কিন্তু বর্তমানে আপনারা নিজেরাই জনগণের কাছে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। প্লিজ, আপনারা আমাদের ক্ষমা করুন।

মনির হোসেন লিয়াকত শিকদার অভিনন্দন জানালেন কারণ তিনি 'উপলব্ধি' (!) করেছেন, হল দখল করে মন দখল করা যায় না। (পৃষ্ঠা-৩৪)। হায় খোদা, আপনাদের উপলব্ধির গভীরতা এই? হল দখল করা একটা 'অনৈতিক' ঘটনা। এটা 'বেআইনি'। এটা যে বেআইনি, নীতিবিরুদ্ধ ঘটনা সেটা 'উপলব্ধি' করতে হয় না, সেটা স্বীকার বা অস্বীকার করতে হয়। আপনারাই বলুন আপনারা কি এই রাজনীতি সমর্থন করতে বলেন? যে রাজনীতির বলে দখলদারের দলে যোগ দিলে হলে সিট পাওয়া যায়।

নেতৃবৃন্দ শুনুন '৫২, '৬৯, '৭০, '৭১ '৯০-এর আন্দোলনের কথা উঠলে ছাত্রদের কথা ওঠে–ছাত্রলীগ বা ছাত্রদলের কথা ওঠে না। যতদূর জানি, সে আন্দোলন হল দখলের, টেন্ডার/ চাঁদাবাজির, ভিন্ন মতাবলম্বী সহপাঠীদের কচুকাটা করার আন্দোলন ছিল না। রাজনীতিতে জনগণের সমর্থন ছিল।

আপনারা একটা কথা বোঝার চেষ্টা করুন– বর্তমান ছাত্ররাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা সাধারণ ছাত্রদেরও কোনো শ্রদ্ধা-ভক্তি নাই। এটা উপলব্ধি করতে যাবেন কেন? এটা স্বীকার করুন। কারণ সাধারণ ছাত্র হিসেবে আমার উপলব্ধি এটাই বাস্তবতা। ক্যাম্পাসে ক্যাডারবিহীন, স্বাধীন, স্বকীয় রাজনীতি করুন, আমাদের পাশে পাবেন। নয়তো কে জানে আপনাদের বিরুদ্ধে হয়তো একদিন আমাদের দাঁড়াতে হবে। সেদিন সম্ভবত খুব বেশি দূরে নয়।

জাহাঙ্গীরনগরে আমরা আপনাদের পাশে পাইনি, পাশে পাইনি শাহজালাল বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, পাশে পাচ্ছি না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই। আমরা আপনাদের লেজুড় রাজনীতির হাতে জিম্মি হয়ে আছি। আমরা আপনাদের শ্রদ্ধা করি না, সমর্থন করি না, স্বীকার করি না। আমরা আপনাদের ভয় পাই, ঘৃণা করি। যাদের হাত দিয়েই হোক আর যেভাবেই হোক, ছাত্ররাজনীতিতে অসুস্থ ধারা বিরাজ করছে এই অশুভ সময়েও আপনারা এক জায়গায় বসে কথা বলেছেন ঝগড়া, অস্ত্র প্রদর্শন করেননি বলে আপনাদের ধন্যবাদ। আপনাদের সবার হাত দিয়ে ছাত্ররাজনীতি তার আগের ঐতিহ্য ফিরে পাবে এ প্রত্যাশা রইল।

মনিকা আকবর
monikabd@yahoo.com

'পাঁচজন সন্ত্রাসী ছাত্রের জন্য লক্ষ কোটি ছাত্রসমাজ তাদের দায়দায়িত্ব নিতে পারে না।' বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের এই দায়িত্ব নিতে হয়। আমরা বছরের পর বছর সেশনজটে পড়ে মাথার চুল ছিঁড়ি, আপনাদের শাপ-শাপান্ত করি। আমাদের অভিভাবকেরা আপনাদের গোষ্ঠী উদ্ধার করে। 'দেশে আইন আছে, পেনাল কোড আছে'– কিন্তু সে আইনের ফাঁক আপনারা সবচেয়ে ভালো জানেন। সে আইন পছন্দ না হলে লাঠি মিছিল/ মশাল মিছিল করা যায়, যায় না রাগীব আহসান মুন্না? আপনাদের জন্য সব পথ খোলা। আমরা সাধারণরা আপনাদের বৃত্তে বন্দী হয়ে গেছি এবং যাচ্ছি

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

ঘরোয়া পরিবেশে কাটিং, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারি, চামড়া শিল্প, মোড়া, চাইনিজ, কনফেকশনারি, স্পেশাল কেক, ওরিয়েন্টাল কুকিং, ডেজার্ট, স্ন্যাকস্, মিষ্টি, ভেজিটেবল ডাইং শেখাই।– মিস্ নীনা, ৯১৩২৪৯১/১০৪

***

সুন্দর ও চমৎকার মনের মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ছাত্রীরা ফোন নম্বরসহ লিখুন। চমৎকার বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি রইল।– ডাঃ সজীব (ডিএমসি), C/0, লিপু, ১৯/১৮ তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

***

বুয়েট ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। দেখতে ভালো এবং মার্জিত ব্যবহারের মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বে আগ্রহী।– রনি- ০১১৮৪৬৫৫৭ (টিএন্ডটি) (বন্ধুত্ব যাদের ক্ষণিকের নেশা, অন্তত মানবতাবোধের দিকে বিবেচনা করে হলেও তারা ফোন করবেন না)